আমার দেশ

ঢাকা সোমবার ● ২১ এপ্রিল ২০০৮
৮ বৈশাখ ১৪১৫ ● ১৪ রবিউস সানি ১৪২৯

রাজনৈতিক সংস্কার

ড. এম. আজিজুর রহমান

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ ৩৬টি বছর অতিক্রম করেছে। বয়সের দিক থেকে এই দেশ আজ অনেকটাই পরিণত। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশ নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অবদান রাখতে সক্ষম হলেও জাতীয় এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এখনো তাৎপর্যপূর্ণ কোনো অবদান রাখতে পারেনি। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধির মতে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় অবক্ষয় হলো রাজনৈতিক সংঘাত। রাজনৈতিক সহিংসতা, রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম, হরতাল, অবরোধ চলমান এই দেশটির উন্নয়নে বার বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। খুবই দুঃখজনক যে, বাংলাদেশ আজো বিশ্বের সর্বনিম্ন তালিকাভুক্ত দরিদ্র দশটি দেশের একটি। কেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এখনো এতটা পিছিয়ে আছে, এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বহু কারণ বেরিয়ে আসে। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজনৈতিক সংঘাত। একদিকে ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দলীয়করণের মাধ্যমে অনিয়মে সহায়তা দিয়ে এবং নিয়ে, সরকারি-বেসরকারি আমলা, চাকরিজীবী, দলীয় ও নির্দলীয় ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ ও প্রায় গোটা সমাজকে অবাঞ্ছিত অনিয়মের দিকে ধাবিত করে, অপরদিকে বিরোধী দল 'যা চেয়েছি তা পাইনি' নামক মনোপীড়ায় ভোগে এবং স্ট্রাইকিং মুডে থেকে হরতাল-অবরোধে লিপ্ত হয়। ফলে শিল-পাটার ঘষাঘষিতে মরিচের মতো সাধারণ মানুষের জীবন নিষ্পেষিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর তিন যুগেও আমরা রাজনৈতিক সংঘাতসহ বিভিন্ন কারণে স্থায়ী আয়-উন্নতিসহ ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের কোনো নিশ্চয়তা পাচ্ছি না। দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো যেমন রাজনৈতিক সংঘাত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, আইনের শাসনের অভাব, বিচারব্যবস্থায় দুর্বলতা ও অপপ্রয়োগ, প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি করে যাচ্ছে।

ইদানীং দৈনিক পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে দেখা যায়, সুশীল সমাজের সদস্যসহ পুরো দেশবাসী রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবেশ দেখতে চায়; অর্থাৎ রাজনীতিতে সংস্কার চায়। তারা চায় রাজনীতিতে সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান লোকের অনুপ্রবেশ ঘটুক। এটাও দেখা যায়, কিছু রাজনীতিবিদ সংস্কারের তোয়াক্কা না করে তাড়াহুড়ো করে জাতীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক ভোটাভুটির মাধ্যমে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার-পূর্ববর্তী রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায়। এ দোটানার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অবিলম্বে সারাদেশে পারিসংখ্যানিক নমুনার ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ হওয়া প্রয়োজন। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যাবে শতকরা কতভাগ লোক রাজনৈতিক সংস্কার চায় এবং কেন সংস্কার চায়? একইভাবে বেরিয়ে আসবে কতভাগ লোক রাজনৈতিক সংস্কার চায় না এবং কেন তারা পুরনো রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায়? সংস্কারের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যদি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তাহলে সেটিকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের জরিপ দেশকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

মানুষ অবতার নয়। দোষে-গুণে মানুষ। পৃথিবীর সব দেশেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক চরিত্রের মানুষ আছে। নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আমাদের দেশে যেসব মানুষ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড সমূলে উৎপাটন করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই মূলোৎপাটন করার প্রচেষ্টাই আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন আমাদের মানব চরিত্রের সবরকম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলে সৎ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া। রাজনীতিবিদ, আমলা, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী এবং পুলিশ প্রশাসনসহ সর্বস্তরে দুর্নীতি ও অপশাসন দূর করে যদি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়, সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলেই দারিদ্র্য বিমোচনসহ এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে এবং বিশ্বের বুকে আমরা সভ্য সমাজের বাসিন্দা হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

আমরা গণতন্ত্র চাই। কারণ উন্নয়নের ইতিহাস থেকে জানা যায়; সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ রাজনীতির চেয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি দেশের সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানিসহ গণতান্ত্রিক রাজনীতির দেশগুলো আজ উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অর্থাৎ গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা চাই দুর্নীতি দমন, রাজনৈতিক সংঘাত ও দুর্নীতির মূল উৎপাটন, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও লালফিতার দৌরাত্ম্যের অবসান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের গণতন্ত্র একটি অগণতান্ত্রিক মিশ্রতন্ত্র। এই অগণতান্ত্রিক ভুলতন্ত্রের সংস্কার করে আমরা সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। গণতান্ত্রিক দল সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে কোনো দলকে নিবন্ধন দেয়ার আগে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সেই নীতিমালা অনুসরণকারী দলটিই জাতীয়ভাবে নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আবার রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হতে হবে। যেমন গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে দলীয় নেতাকর্মী নিযুক্ত হবে। একইভাবে নিযুক্ত নেতাকর্মী দ্বারা পর্যায়ক্রমে ভোটাভুটির মাধ্যমে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নেতাকর্মী নিযুক্ত করা হবে। সর্বশেষ স্তর হিসেবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মী দ্বারা জাতীয় পর্যায়ের নেতাকর্মী নিযুক্ত করা হবে। এভাবে আমরা সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিরপেক্ষ নেতাকর্মী নিযুক্ত করতে পারব। কারণ সাধারণ মানুষ বা ভোটার অবশ্যই জানেন কে ভালো কে মন্দ এবং রাজনৈতিক সংঘাত দমন ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কে বেশি অভিজ্ঞ এবং কে বেশি অবদান রাখতে পারবে। বর্তমানে যেমন আমেরিকার পার্টির হিসেবে হিলারি ক্লিনটন না বারাক ওবামা কে মনোনয়ন পাবেন, এই মর্মে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভোটাভুটি চলছে। এই ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ভোটে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে কে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারবেন। বাংলাদেশেও একইভাবে বাছাইকৃত নেতা-কর্মী নির্বাচন করা গেলে এবং জাতীয় ভোটের নমিনি নির্বাচন করতে পারলে আমরা অবশ্যই কিছু ভালো মানুষের সন্ধান পাব। এতে রাজনৈতিক সংঘাত হ্রাস পাবে, গঠনমূলক রাজনীতি ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতির শুভ সূচনা হবে। এর ফলে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ বর্তমানের অসহনীয় জীবনযাপন থেকে মুক্ত হবে।

আমাদের হাতে এমন কোনো ম্যাজিক নেই, যার মাধ্যমে আমরা অতি দ্রুত দুর্নীতি ও দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। কিন্তু রাজনৈতিক সংঘাত দমন, দমনের প্রচেষ্টা ও সংস্কারের মাধ্যমে যদি আমরা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারি, তাহলে আর কিছু না হোক, মন্দের ভালো হিসেবে আমরা অন্তত বর্তমান দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব। তাই রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা ও তৎপরতার সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও তৎপর হবে—এটা আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি